



গর্ভবতী নারীরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান, তবে গর্ভাবস্থা সম্পর্কিত পরামর্শের জন্য এনজিও স্বেচ্ছাসেবী এবং পরিবারের সদস্যদের ওপরেও নির্ভর করেন

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

## গর্ভবতী ও সন্তানকে স্বন্দয়াদানকারী নারীদের চাহিদা এবং উদ্বেগ

সূত্র: কমিউনিটি ফিডব্যাক অ্যান্ড রেসপন্স মেকানিজম (সিএফআরএম) এবং বিভিন্ন ক্যাম্পের লিসেনিং গ্রুপের আলোচনার মাধ্যমে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক এজেন্সি ইউএনএইচসিআর, ড্যানিশ শরণার্থী কাউন্সিল (ডিআরসি) এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড সহ বিভিন্ন এজেন্সি নানা সময়ে যে মতামতগুলো সংগ্রহ করেছে, ২০১৮ এর জানুয়ারি থেকেই বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন তা সমন্বয় করে আসছে। এই সংখ্যাটিতে, যেখানে গর্ভবতী ও সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মায়াদের বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কিত তথ্যগুলো ২০২১ এর মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত দশটি ক্যাম্পের ১২৬২১টি কেস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া এই তথ্যগুলোর সম্পূর্ণ হিসেবে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এর পক্ষ থেকে ২০২১ এর ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ক্যাম্প ৪, ১২, ১৩ ও ১৫ এর পাঁচজন গর্ভবতী নারী (যাদের বয়স ১৮ থেকে ২২ এবং যারা ৫ থেকে ৮ মাসের গর্ভবতী) এবং বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন পাঁচজন মায়ের (যাদের বয়স ১৯ থেকে ২০ এবং ২ থেকে ৫ মাসের সন্তান আছে ও প্রথম মা হয়েছেন) টেলিফোন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেই সাথে, ২০২১ সালের জুলাইয়ের শেষ দুই সপ্তাহে পুষ্টি বিষয়ক বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন পরিচালিত একটি কোয়ালিটিটিভ গবেষণার ফলাফলও এখানে সংযোজিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক এই মতামতগুলো (মে-জুলাই, ২০২১) থেকে বোঝা যায় যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এখনও সাইট (সেতু, রাস্তা, সিঁড়ি, নর্দমা বা পয়ঃনিষ্কাশন, সুরক্ষা প্রাচীর প্রভৃতি), ডকুমেন্টস বা নথি এবং শেল্টারের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো নিয়ে উদ্ভিগ্ন। এর পাশাপাশি ১৭% মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেন, যার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল গর্ভবতী নারী ও শিশুদের পুষ্টি সম্পর্কিত।

### গর্ভবতী নারীদের উদ্বেগ

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া সকল গর্ভবতী নারীই বলেছেন যে তারা গর্ভকালীন সেবা পেয়েছেন এবং তাদের একটি ডেলিভারি বই দেওয়া হয়েছে (যেখানে উপকারভোগীর নাম, স্বামীর নাম, গর্ভধারণের তারিখ, শেল্টারের ঠিকানা এবং তার স্বাস্থ্যের অবস্থা উল্লেখ করা থাকে)। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার সময় তাদেরকে বইটি সঙ্গে করে আনার পরামর্শ দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন ডেলিভারি বইটি সাথে করে নিয়ে যাওয়া বা বহন করার জন্য যথেষ্ট বড় এবং এতে থাকা তথ্যগুলো বাংলায় লেখা হয় বলে এর অর্থ তারা বুঝতে পারেন না।

# যা জুনা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

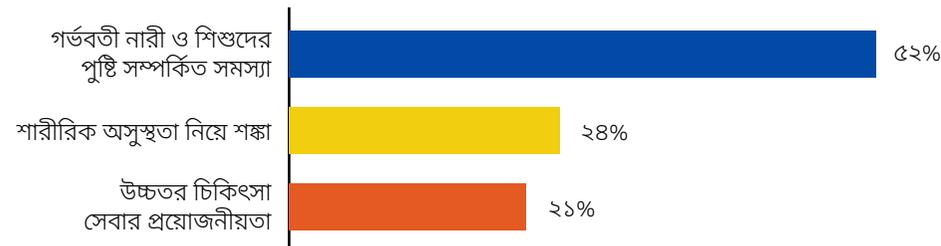
ইস্যু ৫৫ × মঙ্গলবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১

কিছু গর্ভবতী নারী বলেছেন যে তাদের ডেলিভারি বুক দেওয়া হলেও তারা সুজির মতো পুষ্টি সহায়তাগুলো পাননি। আবার কেউ কেউ জানিয়েছেন যে তারা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি) অফিসের কাছাকাছি থাকেন না। ফলে ক্যাম্পের যে অংশে তারা থাকেন সেখানে স্বেচ্ছাসেবকরা (ভলান্টিয়ার) যান না বলে এই মায়েরা হয়তো পুষ্টি সেবাও ঠিকভাবে পাচ্ছেন না।

“গর্ভবতী হওয়ার পর, আমি কোনো ধরনের পুষ্টি সেবা বা সুজির মতো খাদ্য উপকরণ পাইনি। কোনো ভলান্টিয়ারই পুষ্টি সেবা সম্পর্কে জানাতে আমাদের এখানে আসেননি। ভলান্টিয়াররা আমাদের ব্লকে খুব কমই আসেন, কারণ আমাদের শেল্টার পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। আর ভলান্টিয়াররা যদি আসেনও, আমরা সবসময় সেটি জানি না কারণ আমরা সাধারণত শেল্টারের বাইরে যাই না।”

— গর্ভবতী নারী (অষ্টম মাস), ১৮, ক্যাম্প ১২

### গত তিন মাসে (মে-জুলাই ২০২১) উত্থাপিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা [বেইজ -৪৫৪]



সংগৃহীত মতামতের মধ্যে শতকরা হার

পুষ্টি সেবার অংশ হিসাবে, সুজি ছাড়াও গর্ভবতী নারীরা ক্যালসিয়াম, ফলিক এসিড এবং/অথবা আয়রন ট্যাবলেট পেয়ে থাকেন। কিছু অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে তারা প্রথম বারের মতো তাদের গর্ভাবস্থার সাথে সম্পর্কিত কার্ড/বই পেলেও এ সংক্রান্ত সেবা পুরোপুরি বা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাননি। উদাহরণস্বরূপ কেউ কেউ দিনে দুবার খাওয়ার জন্য ৩০টি ট্যাবলেট পেয়েছেন যার অর্থ ট্যাবলেটগুলো ১৫ দিন চলবে। যদিও তাদের পরবর্তী গর্ভকালীন ডিজিটের তারিখ ৩০ দিনের মধ্যে ছিল এবং ট্যাবলেটগুলো পুনরায় সংগ্রহ করা এবং অন্যান্য ঔষধ ও চেক-আপের জন্য তাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তবে অংশগ্রহণকারীরা জানান, যেহেতু তারা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকেন না তাই তাদের পক্ষে গর্ভাবস্থায় চেক-আপে যাওয়াটাও কষ্টকর।

“হাসপাতাল থেকে আমরা ১৫ দিনের জন্য আয়রন এবং ক্যালসিয়াম পাই। ট্যাবলেট শেষ হয়ে গেলে আমরা হাসপাতালে যেতে পারি না, কারণ হাসপাতাল বাড়ি থেকে অনেক দূরে। আমাদের শেল্টার পাহাড়ের চূড়ায় এবং হাসপাতালে যেতে হলে আমাদের দীর্ঘ সময় ধরে হাঁটতে হয়। গর্ভাবস্থার কারণে আমার হাত ও পায়ে টান লাগে এবং হাঁটতে/হাসপাতালে যেতে ভালো লাগে না।”

– গর্ভবতী নারী (অষ্টম মাস), ১৮, ক্যাম্প ১২

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, কার্ড হারিয়ে গেলে কী হতে পারে সে সম্পর্কে তারা বিভিন্ন কথা শুনেছেন। যেমন – তারা শুনেছেন কার্ড যদি নবায়ন বা পরিবর্তন করা না হয়, তাহলে তারা ওষুধ বা পুষ্টি সেবা পাবেন না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা বলেছেন যে কার্ড হারানোর কারণে ভলান্টিয়াররা গর্ভবতী নারীদের সাথে রুঢ় আচরণ করেন। ভলান্টিয়ারদের বাজে ব্যবহারের কারণে অংশগ্রহণকারীরা তাদের খারাপ লাগার কথাও জানিয়েছেন। একজন অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে তার তিন বা চার ধরনের কার্ড রয়েছে এবং এর কোনো একটি হারানোর ফলে তাকে হয়তো স্বাস্থ্য বা পুষ্টি সেবা থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে।

**এছাড়া ভলান্টিয়াররা কখনও কখনও কার্ডে/বইয়ে তথ্য রেকর্ড করার সময় ভুল করেন এবং এর ফলে গর্ভবতী নারীদেরই ফল ভোগ করতে হয় বা প্রাপ্ত সেবাগুলো থেকে বঞ্চিত হতে হয়।**

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তারা যে খাবার পান তা যথেষ্ট এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। গর্ভাবস্থায় যেহেতু তাদের রুচিতে পরিবর্তন আসে এবং বিভিন্ন ধরনের ফল, মাছ বা মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হয় তবুও সেটি তারা করতে পারেন না। কারণ স্কোপ (SCOPE) কার্ডের মাধ্যমে তারা যে ক্রেডিট পান সেটি দিয়ে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না।\*

“সব সময় সুজি নেওয়ার পরিবর্তে আমরা আপেল, কমলা, ডালিম এবং আঙ্গুরের মতো ফলও খেতে চাই। কিন্তু টাকার অভাবে আমরা এগুলো কিনতে পারি না। তাই স্বেচ্ছাসেবকরা (ভলান্টিয়ার) যদি এগুলোর কিছু কিছু আমাদের দিতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয়।”

– গর্ভবতী নারী (সপ্তম মাস), ২১, ক্যাম্প ১৩

অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজন, বিশেষ করে যারা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বা সিআইসি অফিস থেকে দূরে থাকেন তারা বলেছেন, গর্ভবস্থায় তারা কী ধরনের সেবা পেতে পারেন এবং এগুলো কোথায় গেলে জানা যাবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই।

“হেল্প ডেস্ক কোথায় সেটা আমরা জানি না এবং সহায়তা পাওয়ার জন্য কোথায় বা কার কাছে যেতে হবে সে সম্পর্কেও আমাদের কোনো ধারণা নেই।”

– গর্ভবতী নারী (ষষ্ঠ মাস), ২২, ক্যাম্প ১৩

## সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েদের মধ্যে তাদের ও তাদের সন্তানের পুষ্টি সম্পর্কিত উদ্বেগ

সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো যেসব মায়েরা ‘ডেলিভারি বুক’ পেয়েছেন, তাদের ও তাদের সন্তানের স্বাস্থ্য সেবা ও সুজি’র মতো পুষ্টি সহায়তা পাওয়ার জন্য একটি আপডেটেড কার্ড পাওয়ার কথা। তবে কমিউনিটি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মতামত ও বিস্তারিত সাক্ষাৎকার থেকে এটি স্পষ্ট যে, বুকের দুধ খাওয়ানো কিছু মা তাদের বা তাদের সন্তানের জন্য কোনো ধরনের খাবার বা পুষ্টি সহায়তাই পাননি। এছাড়া কয়েকজন অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে, তারা তাদের গর্ভকালীন সময় যথাযথ পুষ্টি সহায়তা পাননি।

এছাড়া বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েরা জানিয়েছেন যে, সন্তান জন্মের পর কার্ড আপডেট (হালনাগাদ) করতেও তাদের কষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে একজন অংশগ্রহণকারী বলেছেন, এনজিও কর্মীরা তার বাড়িতে যেয়ে তার এবং সন্তানের তথ্য নিলেও তারা কেন এই তথ্যগুলো নিচ্ছেন সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। এছাড়া তথ্য দেওয়ার পরও তার কার্ডে তার সন্তানের নাম পরিবারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং এ কারণে তিনি তার পরিবারে সবার জন্য পর্যাপ্ত খাবার ও সন্তানের জন্য পুষ্টি সহায়তা পাচ্ছেন না।

সর্বোপরি, অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে, সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো মা এবং তার সন্তান কী কী সেবা পেতে পারেন সে সম্পর্কেও তারা জানেন না। তারা বলেছেন, যদি স্বেচ্ছাসেবকরা (ভলান্টিয়ার) তাদের ব্লকে যেতেন এবং গর্ভবতী ও বুকের দুধ খাওয়ানো নারীরা কী ধরনের সেবা পেতে পারেন সে সম্পর্কে তারা যদি জানাতেন, তাহলে তারা অবশ্যই চেক-আপের জন্য যেতেন বা সেবা পাওয়ার জন্য কার্ড করে দেওয়ার অনুরোধ করতেন। অংশগ্রহণকারীরা আরও জানান যে তারা ‘হেল্প ডেস্ক’ বা ‘ইনফো হাব’ (তথ্য কেন্দ্র) সম্পর্কে শোনেন নি। তাই কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে তারা সাধারণ প্রতিবেশি বা মাঝিদেরকে (কমিউনিটির নেতা) জিজ্ঞাসা করেন।

“নিউট্রিশন কার্ড (পুষ্টি কার্ড) সম্পর্কে জানাতে বা সুবিধাভোগি হিসেবে আমাদের নাম তালিকাভুক্ত করতে কোনো স্বেচ্ছাসেবকই আমাদের বাসায় আসেননি। আমি যে পুষ্টি সহায়তা বা চিকিৎসা সেবা পেতে পারি সেটা যদি জানতাম, তাহলে আমিও এই সুবিধাগুলো নেওয়ার জন্য এটা (কার্ড করানো) করতাম।”

– চার মাসের সন্তানসহ বুকের দুধ খাওয়ানো একজন মা, ২০, ক্যাম্প ১৫

সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন কয়েকজন মা তাদের সন্তানের পুষ্টির অবস্থা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা (ভুলবশত) বলেন যে, যখন একটি সন্তানের বুকের দুধ খেতে সমস্যা হয় এবং সন্তান যথেষ্ট পরিমাণে বুকের দুধ পায় না, তখন বিকল্প হিসেবে তাদেরকে ‘ফর্মুলা’ দিতে হয়। কিন্তু তাদের যেহেতু এটি দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাই সন্তান পর্যাপ্ত পুষ্টি পাচ্ছে কি না সেটি নিয়েও তারা চিন্তিত। আবার কোনো কোনো মা ‘ফর্মুলা’ কেনার কোনো একটি উপায় বের করেন। যেমন – একজন অংশগ্রহণকারী জানান যে, তার স্বামী ফর্মুলা কেনার জন্য টাকা ধার করেছিলেন। আবার কিছু পরিবার তাদেরকে দেওয়া রিলিফ (ত্রাণ) সামগ্রী বিক্রি করতে পারেন যা পরিবারের অন্য সদস্যদের স্বাস্থ্য ও ভালো থাকার ওপর প্রভাব ফেলে। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন পরিচালিত ‘পুষ্টি ও পুষ্টিিকর খাবার সম্পর্কে রোহিঙ্গা ও হোস্ট কমিউনিটির আচরণ অনুসন্ধান’ সম্পর্কিত ‘কোয়ালিটিটিভ স্টাডি’তেও (গুণগত গবেষণা) এই বিষয়টি সমানভাবে উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, মাছ ও মাংস কেনার জন্য অনেকেই তাদের অতিরিক্ত চাল বিক্রি করে দেন।\*

\* সাধারণ খাদ্য সহায়তার আওতায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ই-ভাউচার সুবিধা দেওয়ার জন্য ইতোমধ্যেই WFP অ্যাসিস্টেন্স কার্ড (SCOPE এর সহায়তায়) দেওয়া হয়েছে। এছাড়া SCOPE কার্ড বিতরণের মাধ্যমে অন্যান্য মানবিক সহায়তা দানকারী সংস্থার দেওয়া বিভিন্ন সেবা, যেমন তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলপিগ্যাস) বিতরণ ও ইউনিসেফের সহায়তায় ওয়াশ এনএফআই (সাবান) কার্যক্রমের জন্য WFP এর মাল্টি-ওয়ালেট সুবিধাও বিস্তৃত করা সম্ভব হয়েছে। <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Bangladesh%20External%20Situation%20Report%20February.pdf>



## গর্ভবতী নারীরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান, তবে গর্ভাবস্থা সম্পর্কিত পরামর্শের জন্য এনজিও স্বেচ্ছাসেবী এবং পরিবারের সদস্যদের ওপরেও নির্ভর করেন

সূত্র: রোহিঙ্গা নারীদের গর্ভাবস্থার অভিজ্ঞতা এবং তাদের কোন তথ্যগুলো প্রয়োজন তা জানার জন্য ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টিডব্লিউবি) ফোনের মাধ্যমে ১পূঃ, ১পঃ, ২পঃ, ৩, ৪, এবং ৫ নম্বর ক্যাম্প বসবাসরত ১০ জন গর্ভবতী নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। ২০২১ সালের আগস্ট মাসের শুরুর দিকে সাক্ষাৎকারগুলো নেওয়া হয়েছিল।

প্রতি সপ্তাহে কক্সবাজারের নিকটবর্তী ক্যাম্পগুলোতে শত শত রোহিঙ্গা নারী সন্তান প্রসব করেন। তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি বাড়িতে অস্বাস্থ্যকর এবং প্রায়ই বিপজ্জনক পরিবেশে সন্তানের জন্ম দেন। রোহিঙ্গা নারীদের গর্ভাবস্থার অভিজ্ঞতা এবং সেই সময় তাদের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা জানার উদ্দেশ্যে টিডব্লিউবি কয়েকজন গর্ভবতী নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে।

### সকল নারী গর্ভাবস্থায় ডাক্তারের কাছে গেলেও অনেকেই নিয়মিত যান না এবং কিছু নারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন

গর্ভবতী নারী এবং গর্ভস্থ শিশুদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের সাথে স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়মিত যোগাযোগ থাকা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গর্ভাবস্থায় অন্তত ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুপারিশ করে। উত্তরদাতাদের মধ্যে পাঁচজন নারী ১-২ মাস অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন এবং সেই লক্ষ্য পূরণ বা অতিক্রম করতে চলেছেন, অন্যদিকে ৩ জন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছেন। বাকি ২ জন গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে তেমন কোনও যোগাযোগ নেই এবং তাদের মধ্যে ৯ মাসের গর্ভবতী এক নারী মাত্র দুইবার ডাক্তারের কাছে গেছেন এবং অন্যজন ৪ মাসের গর্ভাবস্থায় মাত্র ১ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন।

১০ জন নারীর মধ্যে কেউই তাদের নির্দিষ্ট প্রসবের তারিখ জানেন না। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ডাক্তাররা কোন মাসে প্রসব হবে তা জানিয়েছেন এবং অন্যরা তাদের মাসিক বন্ধ হওয়ার সময় অনুযায়ী প্রসবের তারিখ গণনা করেছেন। এদের মধ্যে সাতজন ৬ থেকে ৯ মাসের গর্ভবতী এবং ৩ জন ৩ থেকে ৫ মাসের গর্ভবতী বলে জানিয়েছেন।

তিনজন নারী বলেছেন যে তারা গর্ভাবস্থায় চিকিৎসা সেবা বা স্বাস্থ্য পরামর্শ পেতে সমস্যার সম্মুখীন হন। একজন নারী জানিয়েছেন যে তিনি নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে পারেন না কারণ সেটা একটা পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত, যেখানে কেবলমাত্র পায়ে হেঁটে বা ব্যক্তিগত যানবাহনে যাওয়া যায়। একজন নারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার সমস্যাটিও উল্লেখ করেছেন এবং একজন নারী বলেছেন যে তিনি হাসপাতালে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।

### পরিবারের সদস্য এবং সনাতন ধাত্রীরা গর্ভাবস্থা সম্পর্কে তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করেন

সাক্ষাৎকারদাতা নারীদের বেশিরভাগই বলেছেন যে ডাক্তার ছাড়া তাদের তথ্যের অন্যতম মূল উৎস হল পরিবারের নারী সদস্যরা, বিশেষত শাশুড়ি এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা। ১০ জন নারীর মধ্যে ছয়জনই সনাতন ধাত্রী বা দাই মা'দের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়েছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন বলেছেন যে তাকে পরিবারের সদস্যরা রাতে টয়লেটে যেতে মানা করেছেন, যেখানে অন্য কয়েকজনকে গর্ভাবস্থায় জিন (খারাপ আত্মা) থেকে রক্ষা পেতে রাতে বাইরে

যাওয়ার সময় ধাতুর পেরেক বা লোহার রড সাথে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দাই মা'রা কিছু সাধারণ পরামর্শ দেন যেমন স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার জন্য হাঁটাচলা করা, ভারী জিনিস না তোলা এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। একজন নারী জানিয়েছেন যে একজন দাই মা তাকে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করেছেন এবং গর্ভস্থ শিশুর নড়াচড়া পরীক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে নয় জন নারী অতীতে প্রসবের সময় দাই মা'র সহায়তা নিয়েছিলেন এবং জানিয়েছেন যে সেই অভিজ্ঞতা ইতিবাচক ছিল।

### বাড়িতে প্রসব পছন্দনীয় হলেও স্বেচ্ছাসেবীদের পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে কিছু নারী হাসপাতালে প্রসবের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন

শুধুমাত্র ৩ জন নারী বলেছেন যে তারা বাড়ির চেয়ে হাসপাতালে প্রসব করা পছন্দ করেন এবং মাত্র ২ জন হাসপাতালে জন্ম দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। চারজন বাড়িতে প্রসব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু বলেছেন যে জটিলতা হলে হাসপাতালে যাবেন এবং বাকি ৪ জন বলেছেন যে তারা বাড়ি বা হাসপাতাল, যেকোনো জায়গায় প্রসব করতে রাজি আছেন। কিছু নারী বলেছেন যে স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীদের পরামর্শ শুনে তারা হাসপাতালে প্রসব করার ব্যাপারে বিবেচনা করেছেন, অন্যদিকে অতীতে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সাথে ইতিবাচক বা নেতিবাচক অভিজ্ঞতা অন্যদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। ১০ জন নারীর মধ্যে আটজন মনে করেন যে বাড়িতে প্রসব করা নিরাপদ।

“আমি এটা (বাড়িতে প্রসব) বেছে নিয়েছি কারণ আগেরবার প্রসবের সময় হাসপাতালে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল।”

– ৩২ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী, ক্যাম্প ১পূঃ

“আমি এটা (হাসপাতালে প্রসব) বেছে নিয়েছি কারণ আমি হাসপাতালে আমার প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছিলাম এবং হাসপাতাল থেকে অনেক সেবা পেয়েছি।”

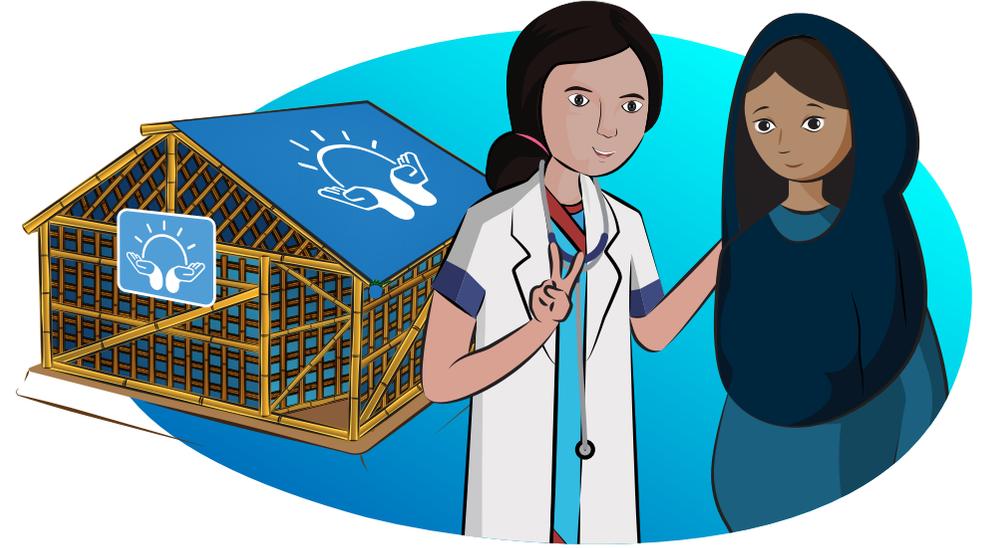
– ২২ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী, ক্যাম্প ২পঃ

## এনজিও স্বেচ্ছাসেবীরা গর্ভাবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের অন্যতম মূল উৎস

“স্বেচ্ছাসেবীরা মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসেন এবং আমাকে হাসপাতালে প্রসব করতে বলেন এবং তারা আমাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারেও জানান। স্বেচ্ছাসেবীরা ও আমার পরিবারের সদস্যরা আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বলে এবং তারা সবাই আমাকে নিয়মিত খাবার খেতে বলে।”

– ২২ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী, ক্যাম্প ১পঃ

সাক্ষাৎকারে নারীরা জানিয়েছেন যে পরিবারের সদস্য এবং দাই মা ছাড়া তাদেরকে মূলত এনজিও স্বেচ্ছাসেবীরা বাড়িতে এসে গর্ভাবস্থা সম্পর্কে তথ্য এবং পরামর্শ দিয়েছেন। এনজিও স্বেচ্ছাসেবীরা স্বাস্থ্যকর খাবারদাবার এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে সাতজন নারী বলেছেন যে তারা গর্ভাবস্থা সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে চান। বিশেষত তারা জানতে চান যে কোথায় নিরাপদে প্রসব করা যাবে, কীভাবে নবজাতকের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে, গর্ভাবস্থায় কোন বিপদের লক্ষণগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে, প্রসবের পর কোথায় স্যানিটারি প্যাড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যাবে এবং দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য কীভাবে প্রসবের আনুমানিক তারিখ নিশ্চিত করা যাবে। সকল নারী গর্ভাবস্থা সম্পর্কিত তথ্য মৌখিকভাবে পেতে চেয়েছেন, নির্দিষ্টভাবে তারা বাড়িতে সামনাসামনি সাক্ষাতের মাধ্যমে তথ্য পেতে চান।



বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

বর্তমানে এই কর্মকাণ্ডটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে এবং ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। ইউ হিউম্যানিটারিয়ান এইড এর অর্থায়নে এতে আরও সহায়তা করছে এসিএফ।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, [info@cxfeedback.org](mailto:info@cxfeedback.org) ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।